মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, মে ২০২২

সপ্তদশ মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত তিনটি ছবি

এবছর ভারতের মর্যাদাপূর্ণ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র উৎসব 'মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর সপ্তদশ আসর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিত বিশেষ প্যাকেজে দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশের ১১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আনন্দের সাথে জানাচ্ছে নির্বাচিত ছবির তালিকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত তিনটি ছবি রয়েছে। ছবি তিনটি হচ্ছে মফিদুল হক পরিচালিত 'কান পেতে রই', শবনম ফেরদৌসি পরিচালিত 'জন্মসাথী' ও সুমন দেলোয়ার পরিচালিত 'জলগেরিলা'।

পাশাপাশি উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগে জুরি হিসেবে যুক্ত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত লিবারেশন ডকফেস্টের উৎসব পরিচালক এবং ঢাকা ডকল্যাবের পরিচালক তারেক আহমেদ। ২৯ মে থেকে ৪ জুন, ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় দ্বিবার্ষিক উৎসবে প্রথমবারের মতো একজন বাংলাদেশি চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে তাকে জানাই অভিনন্দন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ফরাসি অধ্যাপক প্যাট্রিক ওয়েইল
'বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব' শীর্ষক বক্তৃতা

১৩ মে, ২০২২ শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসেন বিখ্যাত ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লাইব্রেরি উইদাউট বর্ডার্সের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. প্যাট্রিক ওয়েইল। সকালে তিনি জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। এরপর ১১টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে তিনি 'বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও তরুণ শিক্ষার্থীরা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক অধ্যাপক ড. প্যাট্রিককে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে ফ্রান্সের অধিকতর সুসম্পর্ক বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অলিয়স ফ্রাঁসেজের পরিচালক ফ্রাঁসোয়া ঘোঁজ তাঁর বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ট্রাস্টিদের ধন্যবাদ জানান, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য।

সুপরিচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক প্যাট্রিক ওয়েইল কাজ মূলত নাগরিকত্ব, অভিবাসন আইন এবং সাংবিধানিক আইন নিয়ে গবেষণা ও শিক্ষকতা করেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর দ্য সোশ্যাল হিস্ট্রির সিনিয়র ফেলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর। ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক বক্তৃতার শুরুতে, তিনি শিক্ষায়তনিক কোর্সে ও সমাজব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতা শেখার ও শেখানোর দিকে তাঁর যাত্রার গল্পগুলো বলেন। তিনি যখন প্যারিসে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছিলেন তখন ফ্রান্সে এই কোর্সটি পড়ানোর জন্য যথেষ্ট শিক্ষা উপকরণ ও পদ্ধতি ছিল না। ফরাসি সরকার সে সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষতা আলোচনা ও শিক্ষাদানের নীতিমালা জারি করে কিন্তু উপকরণ না থাকায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ সময় ড. প্যাট্রিক ওয়েইল মাত্র দুমাসের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর বই লিখেন যা সে সময় ফ্রান্সে বেস্টসেলার নির্বাচিত হয়।

তিনি আরও বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী আলোচনাগুলোর মধ্যে একটি। তবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা নিয়ে বিভিন্ন সমাজে এবং ব্যক্তিভেদে ভাবনার ভিন্নতা আছে। তার মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় পরিচয়ের বৈচিত্র্য সমর্থন করে এবং একইসাথে এ আলোচনা ধর্মে না বিশ্বাস করা মানুষদেরও সমানভাবে শ্রদ্ধার পক্ষপাতী। ধর্ম এমন হওয়া উচিত নয় যা মানুষের জীবনের উপর চাপিয়ে দিতে হবে, জবরদস্তি

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আইআইএমএম প্রধান নিকোলাস কুমিয়ান-এর রোহিঙ্গা বিষয়ক গবেষণা নিয়ে আলোচনা

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ ম্যাকানিজম ফর মায়ানমারের প্রধান নিকোলাস কুমিয়ান গত ১০ মে ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে আসেন। তিনি জাদুঘরে শিখা অম্লানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং পুরো গ্যালারি পরিদর্শন করেন। সব শেষে তিনি ভলান্টিয়ার এবং রোহিঙ্গা বিষয়ে পরিচালিত গবেষণার গবেষকদের সাথে বসেন এবং আলোচনা করেন। এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, মফিদুল হক, তরুণ গবেষক ও কর্মীবৃন্দ। পরে তিনি সমাজকর্মী ও গবেষকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেখানে অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এবং প্রজন্ম ৭১-এর সভাপতি আসিফ মুনীর।

আলোচনার শুরুতে নিকোলাস কুমিয়ান সবাইকে রোহিঙ্গা বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে নানা তথ্য, ছবি, ভিডিও সংগ্রহের কথা জানান যা আইআইএমএম-এর ম্যাকানিজমের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও তিনি মায়ানমার বনাম গাম্বিয়া কেস এবং বাংলাদেশ-মায়ানমারের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। মায়ানমারের এই পরিস্থিতিতে আইআইএমএম-এর সার্বিক কাজ নিয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচনার শেষে তিনি সবার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

আইআইএমএম মূলত জাতিসংঘের একটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান যা মায়ানমারে আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার এবং এর থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষের প্রতি সুবিচার ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিতকরণে কাজ করে। ২০১৯ সাল থেকে এর কাজ শুরু হয়। মায়ানমার ম্যাকানিজম মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সহিংসতার বিভিন্ন প্রমাণ, ডকুমেন্ট, তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে। সেই সাথে এই প্রতিষ্ঠান ঘটনার শিকার মানুষের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তাকে নিশ্চিত করে এসব তথ্য আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করে। এই ম্যাকানিজমে জনগণ ও সুশীল সমাজও উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রাখেন। এখন পর্যন্ত এই ম্যাকানিজম ১৫ লক্ষ তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছে এবং প্রকাশযোগ্য ৩৮ এভিডেন্স প্যাক তৈরি করেছে। মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান হওয়ার পর থেকে এখানে বিভিন্ন অপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করতে কাজ করে যাচ্ছে। এর জন্য তারা ভিকটিমের বক্তব্য, সাক্ষ্য, ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে যাচ্ছে।

অর্থী নবনিতা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরম সুহৃদ

আবুল মাল আবদুল মুহিতের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে যে-মানুষেরা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে পালন করেছেন অনন্য ভূমিকা, তাঁদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বাংলাদেশ-অন্তপ্রাণ ব্যক্তিত্ব আবুল মাল আবদুল মুহিত। সেই সময় তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর এবং ২৫ মার্চ গণহত্যা সূচনা ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পর তাঁর পক্ষ বেছে নিতে বিলম্ব ঘটেনি। মার্চের শেষ দিকেই তাঁর বাসভবনে মিলিত হয়েছিলেন প্রতিনিধিত্বশীল প্রবাসী বাঙালিরা। তাঁরা বাংলাদেশের পক্ষে রাজনৈতিক ও নাগরিক সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা' বাস্তবায়নে নেমে পড়েন। দূতাবাসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বিশেষ বিবেচনায়, তিনি তখনই ছিন্ন করেননি, তবে নানাভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন কার্যক্রম। পরে প্রবাসী সরকারের নির্দেশক্রমে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেন একাত্তরের জুন মাসে। আগাগোড়া প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অবস্থানের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপুল অবদান রচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ইতিহাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁর এই সম্পৃক্তি বহমান ছিল আজীবন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহ এবং কার্যক্রম সেই পরিচয় বহন করে।

১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দ্বারোদঘাটনের বিকালে তিনি সাগ্রহে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দিনটিতে রাজনৈতিক-বিরোধী পক্ষ আহুত হরতাল, উৎসব আয়োজনের শেষ পর্যায়ে নেমে আসা প্রবল বর্ষণ, সবকিছু উপেক্ষা করে তারুণ্যের উচ্ছাস নিয়ে তিনি সেই অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন। জাদুঘরের সঙ্গে তাঁর এই সম্পৃক্তিও বহমান ছিল জীবনভর। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকার সংবাদভাষ্য যত্নের সাথে সংগ্রহ করেছিলেন। এই বিশাল সংগ্রহ যা গবেষকদের জন্য বিশেষ সহায়ক, তা তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে প্রদান কনে। তাঁর এই সংগ্রহ ১৭ খণ্ডে জাদুঘরের গ্রন্থাগারে গবেষকদের জন্য রক্ষিত আছে। বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় আগারগাঁওয়ে স্থায়ী জাদুঘর নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর অসাধারণ অবদান। জাদুঘর নির্মাণকালে আর্থিক সংস্থান ছিল বড় চ্যালেঞ্জ, সেইসাথে ছিল আরো অনেক জটিলতা। এ-সবকিছু সহজ হয়ে উঠেছিল সুহৃদ মুহিত ভাইয়ের পরম আগ্রহ ও সহায়তায়। জাদুঘর নির্মাণের ৫৫ কোটি টাকা এসেছে সরকারের তরফ থেকে এবং ৪৫ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে জনগণের সহায়তায়। আর সরকারি এই সহায়তা বার্ষিক বাজেট থেকে যোগানোতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের ছিল উদ্যোগী ও সদাহাস্যময় ভূমিকা।

২০১৮ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আয়োজনে তিনি শেষবার এসেছিলেন

মুক্তিযোদ্ধা আবুল মাল আবদুল মুহিতের অবদান আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি।

ট্রাস্টিবৃন্দ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কর্মশালার প্রথম দিন

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন

তৃতীয় দিন কোর্স পরিচালক রঞ্জিত কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

১০ মে ২০২২ থেকে ১২ মে ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় আয়োজন করা হয় উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা, নথি ডিজিটাইজেশন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণের। প্রথম দিন ১০ মে ২০২২ উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট মো. আব্দুল্লাহ যুনায়েদ। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তাদের সাথে দিনব্যাপী কর্মশালায় দুইটি সেশনে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় সেবা সহজীকরণ ও সেবা ডিজিটাইজেশন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিন ১১ মে ২০২২, ই-নথি এবং পরবর্তী সংস্করণ ডি-নথি বিষয়ে সরকারের আইসিটি বিভাগের সহকারী সচিব নীলুফার ইয়াসমিন এবং ই-নথি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ন্যাশনাল কনসালটেন্ট মাজেদুল আলম মাহী প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাজেদুল আলম মাহী ই-নথি ও ডি-নথি বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের দিনব্যাপী ছয় সেশনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

তৃতীয় দিন ১২ মে ২০২২, সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের করণীয় কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রঞ্জিত কুমার দাস। প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ।

লিবারেশন ডকফেস্ট : করোনা মহামারি পেরিয়ে

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আহরণ ও এই চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেয়া। ফলে এই জাদুঘর কেবল মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ আর তা প্রদর্শনের স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হয় নি, বরং সারা বছরব্যাপী নানা আয়োজন ও অনুষ্ঠানমালা ব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে নানা মানুষের কাছে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে জাদুঘর নিজেই এক জীবন্ত সত্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। যেকোন জাদুঘরের কার্যক্রমের সাথে প্রামাণ্যকরনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বরাবরই ছিল। বাংলাদেশের জাদুঘরগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কথা না বললেই নয়। তাদের শ্রুতিচিত্রন বিভাগ আশির দশকের গোড়ায় শাহবাগ এলাকায় নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরের সময় থেকেই কাজ চালিয়ে আসছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও ব্যতিক্রম নয়। তবে কেবল প্রামাণ্যকরনেই থেমে যায় নি এই জাদুঘরের চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্মকাণ্ড, বরং নয় মাসের যে রক্তাক্ত লড়াই আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তার চলচ্চিত্রায়িত প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহের চেষ্টাও শুরু থেকে ছিল। অন্যদিকে কেবল সংগ্রহ নয়, বাংলাদেশের তরুণ ও উঠতি প্রজন্মের নাগরিকরা যাতে এই প্রামাণ্য ইতিহাস সেলুলয়েডের পাতায় দেখার সুযোগ পায়, সেই লক্ষ্য থেকেই ২০০৬ সালে মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের যাত্রা শুরু হয়। কয়েক বছর টানা আয়োজনের পর ২০১২ সালে এই উৎসবটির পর্দা সাময়িকভাবে নেমে যায়।

কাকতালীয়ভাবেই ২০১৮-এর শেষদিকে আমাকে এই উৎসবের দায়িত্ব নিতে হয়। ২০১৭ সালে ভারতীয় প্রামাণ্যচিত্র সংগঠন ডকেজ-কলকাতা'র সহযোগিতায় ঢাকা ডকল্যাব এদেশে প্রথমবারের মতো নির্মাতাদের জন্য প্রামাণ্যচিত্রে গল্প বলার কর্মশালা এবং নির্মাণাধীন প্রামাণ্যচিত্রের প্রজেক্ট নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পিচ সেশন আয়োজন করে। ঢাকা ডকল্যাবে সংশ্লিষ্টতার কারনে পরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রামাণ্যচিত্র উৎসবেও যুক্ত হতে হয় আমাকে। ২০১৯ সালে নব কলেবরে উৎসব আবার শুরু হয়। ততদিনে জাদুঘর আগারগাঁয় তার নিজস্ব ঠিকানা খুজে পেয়েছে।

একমাত্র দেশীয় প্রামাণ্যচিত্র উৎসব:

প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তার চর্চা এদেশে কিছুটা এলিটিজমের অংশ হয়ে গিয়েছিল। এক সময় তরুণদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ তৈরি হলেও পরবর্তীতে তা গুটিকয়েক মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশের অন্য একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রামাণ্যচিত্রের আলাদা বিভাগ থাকলেও তা যথাযথ মনোযোগ পায় না। এই মনোযোগহীনতার কারণে অন্য উৎসবগুলোতে সংখ্যা আর গুনগত বিচারে নানা দেশে সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত যথেষ্ট সংখ্যক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয় না । ফলে, দেশে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং বিনির্মাণের একমাত্র আয়োজন হয়ে উঠেছে পাঁচ দিনের এই উৎসব, যেখানে পৃথিবীর নানাদেশে নানা বিষয়ে

নানা ফর্ম্যাটে নির্মিত সর্বশেষ ছবিগুলো দর্শকের দেখার সুযোগ ঘটছে। উপযুক্ত ছবি আর তা দেখার সময় সুযোগ পেলে যে দর্শক প্রামাণ্যচিত্রও দেখতে আগ্রহী, তা গেল দুবছর করোনাকালীন সময়ে এই উৎসব আয়োজন করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি। ২০২০ সালে করোনা মহামারি চলাকালে জুন মাসে অনলাইনে আয়োজিত উৎসবের জন্য ১৫০০ দর্শক রেজিষ্ট্রেশন করে ছবি দেখেন। গত বছর করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে মানুষ যখন সন্ত্রস্ত, তখনও প্রায় ৩৫০০ ব্যক্তি এই উৎসবে প্রামাণ্যচিত্র দেখার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, যা এ দেশে প্রামাণ্যচিত্র দর্শনের ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড বলা চলে।

প্রামাণ্যচিত্র কর্মশালা : প্রামাণ্যচিত্রে দেশীয় প্রতিভা অন্বেষনের চেষ্টা

২০১৯ সালে উৎসবের নতুন পথ চলার শুরুতেই একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে যায়। উৎসবটি কেবল প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের কার্যক্রম নয়, দেশের তরুণ ও উঠতি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ এবং নির্মাণ সংশ্লিষ্ট কর্মশালা আয়োজনেও যুক্ত হয়ে পড়ে। প্রামাণ্যচিত্রের নির্মাণভাবনা বিষয়ক নানা গল্প বাছাই, তা নিয়ে দেশীয় এবং ভারতীয় প্রখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের সহযোগিতায় প্রামাণ্যচিত্রে গল্প কি করে বলা যায়, কতভাবে বলা যায়, সে সম্পর্কে কর্মশালা আয়োজন এবং আনুষ্ঠানিক প্রজেক্ট পিচ সেশনের মধ্য দিয়ে দুইজন নির্মাতাকে অনুদান প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়। গেল চার বছরে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তরুণ ও উঠতি ৭-৮ জন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে মুক্তিযুদ্ধ ও **৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

দশম লিবারেশন ডকফেস্টে অংশগ্রহণকারী ভলান্টিয়ারবৃন্দ

১০ম লিবারেশন ডকফেস্ট প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৯টা। প্রিয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করছি। দূর থেকে তাকাতেই মনে শিহরণ বইলো। উৎসবের ব্যানার ও পোস্টারে সাজনো জাদুঘর প্রাঙ্গণকে আরও সজীব মনে হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের পতাকার পাশে আয়োজক দেশ হিসেবে নিজেদের পতাকা স্বাধীনতার অন্য এক স্বাদ দিলো।

বাংলা প্রবাদ আছে, দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। ফিল্ম সেন্টারের ডেস্কে আসার পর এটাই যেন মনে হচ্ছিল। সেখানে আগে থেকেই বিনতি, তন্ময়, জারিনসহ অনেক তরুণ মুখ কাজ করছে। এদের প্রায় সবাই এবারের নতুন ভলভন্টিয়ার এবং শুধু আমাদের কাছে নয় সবাই একে ওপরের কাছেও অপরিচিত কিন্তু দেখে তা বোঝার উপায় নেই। উৎসবের সাদা রঙের টিশার্টে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ভরপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন একটি স্বেচ্ছাসেবক দল কাজ করছে। সবার প্রাণচঞ্চলতা দেখেই মনে আরো সাহস আসলো যে সবকিছু ঠিক ভাবেই হবে। একটি চলচ্চিত্র উৎসবের মূল কাজ উৎসবের আগেই শেষ করতে হয়। উৎসব হচ্ছে আনুষ্ঠানিকতা আর প্রদর্শনী। দুই হাজার ছবি থেকে ভেন্যুতে দেখানো যাবে মাত্র ৪০টি অনলাইনে ১৩৪। একটি চলচ্চিত্রের সাথে থাকে অনেকগুলো মানুষের প্রচেষ্টা। জমা পড়া চলচ্চিত্রগুলো থেকে সেরা চলচ্চিত্রগুলো বাছাই করতে পারলাম কিনা সেই পরীক্ষাও হয় উৎসবে। একই সাথে উৎসব উদ্বোধনের উন্মাদনা এবং দর্শকদের কিভাবে তা গ্রহণ করবে সেই কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা শুরু হলো। উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদের চেহারায়ও এই তীক্ষ্ম চিন্তার প্রভাব স্পষ্ট ছিলো। ঠিক ১২টায় উৎসবের ক্যাটালগ এসে পোঁছালো। **৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

দশম লিবারেশন ডকফেস্ট দেশে-বিদেশে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাবার প্রতিশ্রুতি

পরপর দুবছর ভার্চুয়াল উৎসবের পর এবছর লিবারেশন ডকফেস্টের ১০ম আসর অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর জুড়ে। পাশাপাশি বিশ্বের নানা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে উৎসবটি অনলাইনেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়বারের মত লিবারেশন ডকফেস্টের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করার সুবাদে আমার অনেক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়েছে।

লিবারেশন ডকফেস্টের আয়োজক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে বছর জুড়ে লেগে থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। সঙ্গে চলতে থাকে চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি। একটি বড় দল বছর জুড়ে কাজ করে চলচ্চিত্র উৎসবটি সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য। যার ফলে সারাবছরই জাদুঘরে চলচ্চিত্র কর্মীদের আনাগোনা চলতে থাকে।

প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয় প্রামাণ্যচিত্র আহ্বানের মাধ্যম। বিভিন্ন মাধ্যমে কল ফর এন্ট্রি প্রচারণার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়ে। এবছর ২১৩৬টি প্রামাণ্যচিত্র জমা হয়, যা থেকে প্রদর্শনীর জন্য প্রামাণ্যচিত্র বাছাই করতে বেশ হিমসিম খেতে হয় নির্বাচন কমিটির।

নির্বাচন কমিটিতে ছিলেন তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমেদ, রফিকুল আনোয়ার রাসেল, ব্রাত্য আমিন, আবিদ সরকার সোহাগ, তানিম ইউসুফ, মেহজাদ গালিব, মিজানুর রহমান, তাহরিমা খান এবং এ বি এম নাজমুল হুদা। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ পুনরায় প্রামাণ্যচিত্রগুলো দেখেন এবং প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার জন্য প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচন করেন। এ বছর বিভিন্ন দেশ থেকে অনলাইনে ও অফলাইনে প্রদর্শনীর জন্য যথাক্রমে ১৩৪টি ও ৪০টি প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচন করা হয়।

উৎসবে দুইটি বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য যথাক্রমে ৯টি এবং ৬টি প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচন করা হয়।

আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন ডকএজ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিচালক এলেক্স লি, পাকিস্তানি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা আম্মার আজিজ এবং শেফিল্ড ডকফেস্টের প্রোগ্রাম প্রোডিউসার মিতা সুরি।

জাতীয় বিভাগের বিচারক ছিলেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা শাহিন দিল রিয়াজ, শিল্পী মোস্তফা জামান এবং অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা। **৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন**

ডকফেস্ট বাংলাদেশের প্রথম দিন

৩-এর পৃষ্ঠার পর

এটা একটা বিরাট আনন্দের বিষয় ছিল যে এবারই প্রথম উৎসবের ক্যাটালগ ছাপা হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথি ও উৎসব সংশ্লিষ্টদের সবার হাতে হাতে এটি দিতে পারায় তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছিলো। কয়েক মাস ধরে উৎসবের জন্য নেয়া প্রস্তুতি যেন ধীরে ধীরে রং পাওয়া শুরু করেছে।

বেলা যত গড়াচ্ছিল চলচ্চিত্র প্রেমীদের কলকাকলিতে মুখর হচ্ছিলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণ। এবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিদের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন আসাদুজ্জামান নূর এমপি। যথাসময়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় রফিকুল ইসলামের (ব্যবস্থাপক, কর্মসূচী) সঞ্চালনায়, মঞ্চে আরো ছিলেন উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ। জাদুঘরের অডিটোরিয়াম তখন চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষদের আনাগোনায় মুখর।

মাননীয় মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি প্রথমবারের মত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কোন আয়োজনে আসলেন তাই শুরুতেই তাকে ফুল দিয়ে বরণ করা হলো। এরপর তারেক আহমেদ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানকালে ১০ম লিবারেশন ডকফেস্ট নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। প্রধান অতিথি ড. হাসান মাহমুদ এমপি সারা বিশ্ব থেকে এত প্রামাণ্যচিত্র জমা পড়াকে অভাবনীয় বলে মন্তব্য করেন। এমন আয়োজনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং ঢাকার বাইরে এটি ছড়িয়ে দেয়ার পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এমপি তার সমাপনী বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শুরুর দিনগুলোর কথা স্মরণ করেন। ৮ জন ট্রাস্টি সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনা করলেও সবসময়ই এটি জনগণের জাদুঘর, অসংখ্য মানুষের সহযোগিতায় এই জাদুঘর তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। তিনি কৃতজ্ঞতা জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তার আন্তরিক সহযোগিতার জন্য। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধারণ করে এখন আমাদের গর্বের যায়গায় পরিণত হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সকল উদ্যোগ ছোট পরিসরে শুরু হয়ে বিশাল আকার ধারণ করছে, লিবারেশন ডকফেস্ট যার অন্যতম উদাহরণ। লিবারেশন ডকফেস্ট দেশের সীমা ছড়িয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। তিনি সকলকে ৫দিনব্যাপী উৎসবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ করেন।

দেখতে দেখতে উদ্বোধন হয়ে গেল উৎসবের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রদর্শিত হয় ইরান এর চলচ্চিত্র The Snow. প্রদর্শনী শেষে স্বেচ্ছাসেবকরা একত্রিত হয়ে দায়িত্ব ভাগ করে নেয় দ্বিতীয় দিনের জন্য। গত দুবছর উৎসব মানেই ছিল ল্যাপটপ নিয়ে ঘরের এক কোণে বসে থাকা। এবারের উৎসব নতুন রীতি তৈরি করলো, শুরু হল হাইব্রিড উৎসব, অনলাইন ও অফলাইন চলবে সমান তালে। প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মিলনমেলা ছিল এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

মো. শরিফুল ইসলাম (শাওন)

সেরা প্রামাণ্যচিত্র নির্ধারণে জুরি ছিলেন যারা

চলচ্চিত্র উৎসবের মূল আকর্ষণ আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও ইয়ুথ জুরি প্রতিযোগিতা বিভাগ। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য যথাক্রমে ৯টি এবং ৬টি প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচন করা হয়। ইয়ুথ জুরিরা দেখেন নির্বাচিত ২০টি প্রামাণ্যচিত্র।

Alex Lee
Director
DocEdge NZ Festival

Ammar Aziz
Filmmaker

Mita Suri
Film program producer
Sheffield DocFest

আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন ডকএজ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পরিচালক এলেক্স লি., পাকিস্তানি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা আম্মার আজিজ এবং শেফিল্ড ডকফেস্টের প্রোগ্রাম প্রোডিউসার মিতা সুরি।

Shaheen Dill Reaz
Filmmaker

Mustafa Zaman
Artist, Curator

Bonna Mirza
Actor

জাতীয় বিভাগের বিচারক ছিলেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা শাহিন দিল রিয়াজ, শিল্পী মোস্তফা জামান এবং অভিনয় শিল্পী বন্যা মির্জা।

ইয়ুথ জুরি বিভাগে ছিলেন সারা দেশ থেকে নির্বাচিত ২০ জন তরুণ চলচ্চিত্রপ্রেমী।

তরুণদের কাছে মুক্তি ও মানবতার বার্তা

সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে তরুণদের সচেতন করার কোনো বিকল্প নেই। তরুণরাই আগামীর ভবিষ্যৎ তাই তাদের কাছে মুক্তি ও মানবতার বার্তা পৌঁছে দিতে বিশ্বের সেরা প্রামাণ্যচিত্র দেখার আমন্ত্রণ জানানো হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের। সেই ধারাবাহিকতায় ১০ম লিবারেশন ডকফেস্টে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া প্রায় ৬০০ শিক্ষার্থী দেশ বিদেশের মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উপভোগ করেন।

শুধু প্রামাণ্যচিত্র উপভোগ নয়, প্রদর্শনী শেষে তারা অংশগ্রহণ করেন বিশেষ কুইজ এবং নিজেদের অনুভূতি প্রকাশেরও সুযোগ পান। ৬০০ শিক্ষার্থী থেকে সেরা ৪০ জনকে উৎসবের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাষ্টি মফিদুল হক বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ।

চিত্রগ্রাহক আফজাল চৌধুরীর বক্তব্য

১০ম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বরেণ্য চিত্রগ্রাহক আফজাল চৌধুরী। তার সমাপনী বক্তব্যটি তুলে ধরা হলো-

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত প্রামাণ্যচিত্র উৎসব লিবারেশন ডকফেস্টের এই আয়োজনে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। এই চলচ্চিত্র উৎসবটি একটা নতুন বাস্তবতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে পৃথিবী এখন করোনা উত্তর নতুন নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এখন একদিকে করোনা চলে গেলেও এই ভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হবার সম্ভবনা রয়েই গেছে। আবার করোনাত্তোর পরিস্থিতিতে পৃথিবী এখন স্বাভাবিক হতে শুরু করায় দ্রব্যমূল্যের চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারনে মানুষের জীবন যাপনের ব্যয় অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে। ইউক্রেনের যুদ্ধ সেই পরিস্থিতি আরো যে জটিল করে তুলছে, তা না বললেই নয়। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করেছে এই প্রামাণ্যচিত্র উৎসব।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এ বছর ২৫ বছরে পা দিলো। দীর্ঘ পথ চলায় এই জাদুঘর দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে নানাদেশে বসবাসরত বাঙালিদের কাছে একটা আবেগের জায়গা হয়ে উঠেছে। নানা ধরনের কার্যক্রম এই জাদুঘর থেকে নেয়া হচ্ছে। যার মূল লক্ষ্য, একদিকে তরুন আর ভবিষ্যত প্রজন্মকে এই জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত করা। পাশাপাশি, বাংলাদেশের মানুষের লড়াই সংগ্রামের যে দীর্ঘ ইতিহাস, তা তুলে ধরার চেষ্টা করা। এই প্রামাণ্যচিত্র উৎসব তেমনই একটা কার্যক্রম, যা দেশের পরিধি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে।

প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা খুব কঠিন কারণ এটা ওয়ানম্যান ক্রিয়েশন। মূলধারার ছবি তৈরি করা সহজ, কারণ এতে প্রায় ৫০/৬০ জন লোক সাহায্য করেন।

আমি এই উৎসবের সাফল্য কামনা করি। যাতে করে এই উৎসবে ছবি দেখে তরুন আর ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষেরা বাংলাদেশেও সিনেমার নতুন জোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যে ছবি কেবল বিদেশের উৎসব থেকে পুরস্কার আনবে না, দেশেও দর্শককে আবার সিনেমাহলে ফিরিয়ে নেবে।

১০ম লিবারেশন ডকফেস্ট

ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার অনুভূতি

ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন পত্রিকা কিংবা সংবাদমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কথা শুনেছি। কিন্তু কখনো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। এ বছর হঠাৎ কোনো একদিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেইজে জানতে পারলাম, লিবারেশন ডকফেস্ট উপলক্ষে ভলান্টিয়ার নেওয়া হবে এবং উৎসবটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরেই হবে। দেরি না করে দ্রুত রেজিস্ট্রেশন করে ফেললাম। রেজিষ্ট্রেশন করার পর থেকেই অপেক্ষার প্রহর গুনছি কখন আমাকে জানানো হবে যে আমি নির্বাচিত হয়েছি। কিন্তু অপেক্ষা যেনো আর শেষই হয় না। হঠাৎ একদিন ইমেইলের মাধ্যমে জানতে পারলাম, ভলান্টিয়ারদের একটি ছোট্ট পরীক্ষা নেওয়া হবে। শুনে কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মনে সাহস সঞ্চার করে পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পর পরীক্ষাটাকে আর পরীক্ষা মনে হচ্ছিলো না। পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিটা ছিলো একদম অন্যরকম। Merciful Angle নামে একটি শর্টফিল্ম দেখে তার রিভিউ লিখতে বলা হয়েছিলো। আর কিছু ছোট প্রশ্নের উত্তর (MCQ) ছিলো, যেগুলো আমার উত্তর করতে বেশ মজাই লাগছিলো। কিন্তু অপেক্ষার পালা তো আর শেষ হয়না। পরীক্ষা দেওয়ার পরও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। যদি নির্বাচিত না হই। হঠাৎ একদিন ইমেইলে দেখি আমি নির্বাচিত হয়েছি। আমার খুশি দেখে কে- সেদিন বাসার সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিলাম আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাজ করতে পারবো। তারপর একদিন সাক্ষাৎকারের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাই। সে দিনটি ছিলো আমার জন্য একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলাম। কতো সুন্দর করে জাদুঘরটি সাজানো হয়েছে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদদের স্মরণে এতো সুন্দর একটি জাদুঘর তৈরি করা হয়েছে। দেখে বেশ গর্ববোধ হচ্ছিলো।

সাক্ষাৎকারের দিন আমাদেরকে ভাইয়া আপুরা কাজগুলো বুঝিয়ে দেন। সবকিছু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়ে আমাদেরকে কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। তারপর মূল প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে আরেকদিন ডেকে আমাদেরকে গ্রুপ অনুসারে ভাগ করে দেন। গ্রুপের সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা সবাই মিলে জাদুঘরটি ঘুরে দেখি। এতে সবার সাথে আমরা সহজেই মিশতে পারি।

১১ মার্চ, ২০২২ তারিখে আমাদের দশম লিবারেশন ডকফেস্টের উদ্বোধন হয়। সেদিন থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত চলে এই উৎসব। এই কয়েকটি দিন আমার কাছে ছিলো স্বপ্নের মতো। আমরা যারা একসঙ্গে কাজ করেছি, সবাই একটি পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। হাসি, আনন্দে আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় আমাদের দশম লিবারেশন ডকফেস্ট। দিনগুলোকে এখন অনেক মিস করি। এতো সুন্দর সময়গুলো এতো দ্রুত শেষ হয়ে গেলো-ভাবলেই খারাপ লাগে। কিন্তু এই সময়গুলোতে যেই স্মৃতিগুলো পেয়েছি, তা অম্লান থাকুক। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা বিভিন্ন বন্ধু কিংবা ভাইয়া/আপু পেয়েছি, সে সম্পর্কগুলো অটুট থাকুক- এটাই আমার কামনা। ভবিষ্যতেও লিবারেশন ডকফেস্টে কাজ করতে পারবো– এই আশাবাদ ব্যক্ত করি। সবাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এসে বাঙালি সত্তাকে জানুক, জানুক কতোটা আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। সবার জন্য শুভকামনা।

লামিয়া আফরোজ রিহা

ইয়ুথ জুরি- এক নতুন অভিজ্ঞতা

দশম লিবারেশন প্রামাণ্যচিত্র উৎসব আমার অংশগ্রহণ করা প্রথম কোনো চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসবে ভলান্টিয়ার হিসেবে আবেদন করেছিলাম অতঃপর জানতে পারি আমাকে ইয়ুথ জুরি সিলেক্ট করা হয়েছে, যা আমার জন্য ছিল বিশাল প্রাপ্তি এবং আনন্দের। প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের ইয়ুথ জুরি হিসেবে আমার সুযোগ হয়েছিল এই উৎসবের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হরেক রকমের প্রামাণ্যচিত্র দেখার। প্রামাণ্যচিত্র দেখার আগ্রহ ছোট থেকেই ছিল এবং এই আকাঙ্ক্ষায় লিবারেশন ডকফেস্ট সহযোগিতা করে। প্রামাণ্যচিত্র উৎসব শুধু প্রামাণ্যচিত্র দেখাই নয় বরং প্রামাণ্যচিত্রের নির্মাতাদের অভিজ্ঞতা জানা, তারা কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রামাণ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন তা নিয়ে আলোচনার সুযোগও ছিল। প্রামাণ্যচিত্রগুলো থেকে আমি অনেক নতুন তথ্য জেনেছি। আমাদের সমাজে চলে আসা অনেক বিষয় সম্পর্কে জেনেছি, যা পূর্বে জানা ছিল না। অবশেষে, প্রামাণ্যচিত্রের রেটিং দেয়া ও ইয়ুথ জুরি টিমের অন্য সদস্যদের সাথে সেই প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে আলোচনার মাঝে প্রামাণ্যচিত্রের একই বিষয়বস্তু কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্ণণা করে যা আমাদের জন্য ছিল এক শিক্ষণীয় দিক।

১১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ ২০২২, শুরুতে শত ব্যস্ততায় পাঁচদিন প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে সময় দেয়া ঝামেলার মনে হলেও চোখের পলকেই এই পাঁচদিন কেটে যায়। কিন্তু রয়ে গেছে দিনগুলোর সুন্দর সুন্দর স্মৃতি। নতুন নতুন মানুষদের সাথে পরিচয়, পাঁচদিনের অভিজ্ঞতা আমার জন্য শিক্ষণীয় ছিল। পরিশেষে ধন্যবাদ লিবারেশন ডকফেস্টকে নতুন একটি অভিজ্ঞতার জন্য।

অনন্যা সরকার

প্রামাণ্যচিত্র ও উৎসবের ইতিকথা

ছোটোবেলা থেকেই চলচ্চিত্রের প্রতি একধরনের আগ্রহ ছিলো। বিশেষ করে এমন চলচ্চিত্র যেগুলো আমাদের নতুন ধারণা দেয়, ভিন্নভাবে চিন্তা করতে শিখায়। তাই দশম লিবারেশন ডকফেস্টে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে পারাটা আমার জন্য ছিলো অভিনব একটা বিষয়। মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম। যেকোনো জটিল বিষয়কে চলচ্চিত্র যত সহজভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে অন্য কোনো মাধ্যম এতটা পারে না। প্রত্যেক চলচ্চিত্রের মত প্রত্যেক মানুষের জীবনের আলাদা আলাদা গল্প আছে। এই গল্পগুলোকে আমরা কখনই একটার সাথে আরেকটার তুলনা করতে পারি না। কখনই ভাবতে পারি না যে আমাদের জীবনের গল্পটা সেরা। প্রতিটা ফিল্মের গল্প ও চরিত্র ভিন্ন হলেও মূল বক্তব্য ছিলো একই, মুক্তি ও মানবাধিকার। চলচ্চিত্রগুলো আমাদের ভাবতে বাধ্য করেছে আমাদের সমাজ ও অস্তিত্ব নিয়ে। মানবাধিকার নিয়ে এতগুলো বছরের সংগ্রামের পরও সত্যি কী মানুষ হিসেবে আমরা মুক্তি পেয়েছি? পেরেছি আমাদের সমাজের অস্থিমজ্জায় জুড়ে থাকা সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম অমানবিকতা থেকে বের হতে? এক একটা চলচ্চিত্র এক এক রকমভাবে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় তরুণ প্রজন্মের কাছে। ইচ্ছে ছিলো সবগুলো ফিল্ম দেখার। কিন্তু কাজ করার কারনে সেটা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে যেটুকু দেখার সুযোগ হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো The Snow Calls, Postponed Eden Tribal, Boys of Haor, Gonofashi '77, The Blind vision. ব্যাক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে শর্টফিল্মটি। মাত্র চার মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি দেখে আমাকে পাঁচ মিনিট বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থ াকতে হয়েছিল।সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা এইসব চলচ্চিত্রে বুঁদ হয়েছিলাম। টানা পাঁচদিন একসাথে কাজ করার সুবাদে প্রত্যেকের সঙ্গে যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটাও অতুলনীয়। সবাই একসাথে কাজ করেছি, আড্ডা দিয়েছি, ক্লান্ত হয়েছি এবং শিখেছি। সুযোগ হয়েছে এই সকল চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের সাথে কথা বলার, পর্দার পেছনের গল্পগুলো তাদেরই মুখ থেকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনার। দলগত কাজ শেখার পাশাপাশি নতুন করে ভাবতেও শিখেছি। চেষ্টা করেছি বন্ধুদের মাঝে মানবতার এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার। তরুণ প্রজন্মের কাছে বার্তা পৌঁছানোর জন্য এ ধরনের আয়োজন আরো বেশি করে করা উচিত। ডকুমেন্টারি ফিল্ম নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই আয়োজনের সাথে জড়িত সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আনিকা তাসনিম রাহী

দেশে-বিদেশে বহু মানুষের কাছে

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

উৎসবে আরো একটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয় যা বেশ আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো ইয়ুথ জুরি এওয়ার্ড। তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দেশের মুক্তি ও মানবাধিকারের গল্পগুলো কিভাবে ধরা পড়ছে তা পরখ করার জন্য এই বিশেষ প্রতিযোগিতার আয়োজন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদল শিক্ষার্থী প্রামাণ্যচিত্রগুলো দেখে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভাগে ইয়ুথ জুরি এওয়ার্ডের জন্য ২টি প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচন করেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পাশাপাশি বিশেষ কয়েকটি আয়োজন ছিল যা উৎসবটিকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে। উৎসবের দ্বিতীয় দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'একাডেমিক ফিল্ম এডুকেশন- ইম্প্যাক্ট অন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি' শীর্ষক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ, অভিনেতা ও পরিচালক গাজী রাকায়েত এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের মিডিয়া স্টাডিজ এবং জার্নালিজম বিভাগের চেয়ারম্যান জুড উইলিয়াম আর জেনেলো। আলোচনায় সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন একদল তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী। উৎসবের তৃতীয় দিন স্পেশাল টকে অনলাইনে যুক্ত হন জার্মানে বসবাসকারী বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহীন দিল রিয়াজ এবং উৎসবের চতুর্থ দিনে 'ডায়াস্পোরা ফিল্মমেকার্স : স্টোরিজ অব বাংলাদেশ এব্রোড' শিরোনামে অনলাইনে একটি প্যানেল ডিস্কাশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে এই আয়োজনে যোগদান করেছিলেন ব্রিটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা মকবুল চৌধুরী ও লিসা গাজী, কানাডা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সাইফুল ওয়াদুদ হেলাল, আমেরিকা থেকে রাহি হাসান এবং অনিন্দ্য আতিক। ৫ দিন ব্যাপি এই চলচ্চিত্র উৎসবের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে একদল তরুণ স্বেচ্ছাসেবী। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে আসা শিক্ষার্থীরা প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পায় এবং তাদের পদচারণায় উৎসবটি আরো মুখরিত হয়। উৎসবের প্রতিদিনই বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা আসে এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। তাদের দেখা প্রামাণ্যচিত্রগুলোর উপর কুইজের আয়োজন করা হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ উৎসবটিতে অন্য মাত্রা যোগ করে। চলচ্চিত্রের একটি ধারা হিসেবে প্রামাণ্যচিত্র বাস্তবজীবনের গুরুত্ব বহন করে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা ও সংগ্রামের গল্প তুলে ধরে এবং একটি বিশাল দর্শকগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে এই শিল্প মাধ্যমটিকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেওয়ার একটি পদক্ষেপ লিবারেশন ডকফেস্ট। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের জন্য একটি সুন্দর ও বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে প্রামাণ্যচিত্রকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একটি অনন্য উদ্যোগ।

জুবাইরিয়া আফরোজ বিনতি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম

আমি মো. নজরুল ইসলাম। পিতা- মৃত আ ছোবাহান। গ্রাম- নাংলা, পোস্ট- বয়ড়াডাঙ্গা, থানা, জেলা- জামালপুর। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ১৯। মেট্রিক পরীক্ষার এডমিট কার্ড পেয়ে গেছি। এপ্রিল মাসে পরীক্ষা। কিন্তু আমি পরীক্ষায় অংশ নেই নি। সে সময় আমাদের গ্রামের কাশেম মেম্বারের বাড়িতে রেডিও শুনতে যেতাম। সেখানে জানলাম পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি আমার সহপাঠী সাইফুল ইসলাম আর ভাগনী জামাই হাতেম আলী ঠিক করলাম যুদ্ধে যাবো। মেলান্দহ থেকে আমি আর সাইফুল মুন্সিরচর হাতেমদের বাড়ি শেরপুর গেলাম। মে মাসের শেষের দিকে গারো পাহাড় দিয়ে ভারতের বর্ডারের দিকে হেঁটে রওনা দিলাম। সন্ধ্যার দিকে ধানসাইল পৌঁছালাম। সমস্ত গারোদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই এলামায় মজিবর নামক এক লোক মুক্তিবাহিনিতে যোগদান ইচ্ছুকদের বর্ডার পার করে দেয়। আমরা তার বাড়ি গেলাম। মুজিবরের সাথে পরের দিন সকালে মুড়ি খেয়ে পোড়াকাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বর্ডার পার করে দিয়ে মজিবর চলে গেলেন। আমাদের সাথে কোন টাকা পয়সা নাই। পথের ধারে গাছের কলা আম এসব খেলাম। বিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি মুক্তিবাহিনিতে লোক নিচ্ছে না। পরে ওখানকার এক বাড়ি থেকে দা-কুড়াল নিয়ে জঙ্গল থেকে বাশ কেটে বাজারে গিয়ে বিক্রি করে খেলাম। পরে আমাদের গ্রামের বাচ্চু চেয়ারম্যানের সাথে শরণার্থী ক্যাম্পে দেখা হলো। তিনি আমাদের শরণার্থী হিসেবে নাম লেখাতে বললেন। এর মধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় সাইফুল বাড়ি চলে গেলো। পর দিনই আমরা রেশনকার্ড পেয়ে গেলাম। কিন্তু এভাবে বেশি দিন শরণার্থী হিসেবে থাকতে ভালো লাগলো না। জুন মাসে আমরা চলে এলাম। এলাকায় এসে দেখি পরিস্থিতি ভালো না। পরে জুলাই মাসে আবার ভারতের উদ্দেশ্যে আরও ছেলেপেলে নিয়ে রওনা দিলাম। ধানুয়া কামলাপুরে যেদিন যুদ্ধ হয় যেদিন ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন শহিদ হন সেদিন আমরা

মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে যাই। সারারাত বর্ডারের ওপার থেকে গোলাগুলির শব্দ পেলাম। সকালে দেখি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে আসছে লাশ আর লাশ। সেদিনই আমরা মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হই। আমার ভাই ড্রাইভার হিসেবে আগে থেকেই কাজ করছিল। আমাদেরকে চেঙ্গাপাড়া ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হলো। আমরা সাড়ে চারশো লোক ছিলাম। একজন পুলিশের হাবিলদার ছিলেন আইনউদ্দিন। এখানে ২৪ দিন ট্রেনিং নেয়ার পর সুবেদার মেজর সিরাজুল ইসলাম, মেজর আমিনুল হক, ক্যাপ্টেন বেলায়েত হোসেন এবং আরও কয়েকজন এসে আমাদের মেডিকেল করালেন। আগস্টের শেষের দিকে আমাদের চল্লিশ জনকে বাছাই করা হলো। পরের দিন রাতে আমাদের গাড়িতে করে তুরা পাহাড়ের তেলঢালা ক্যাম্পে আনা হয়। এখানে ইপিআরের সুবেদার খাজা আহমেদ আমাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ইবিআরসিতে যেমন আর্মি প্রশিক্ষণ দিতো। আমাদের প্লাটুন কোম্পানি কমান্ডার হাবিলদার নাজিমউদ্দিন। একটা তাবুতে ১২ জন থাকতাম। সেপ্টেম্বর মাসে আমরা মেঘালয় থেকে পুরো বাহিনি ত্রিপুরা রাজ্যের করিমগঞ্জে চলে এলাম। এখানে কদমগঞ্জ নামক জায়গায় ব্যাটালিয়ান ক্যাম্প করা হয়। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর জুড়ে বাংলাদেশের ভিতর অপারেশন। সিলেট, জকিগঞ্জ, বড়লেখা, খাসিয়া টিলা, দুরবিন টিলা, লাতু এই সমস্ত এলাকায়। পাকবাহিনীর থেকে আমরা বেশি ভয় পেতাম চিনা জোঁক। এমুনেশন নিয়ে যাওয়ার পথে লাতু বর্ডারের কাছে ইদের দিন প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। বাংকারের ভিতর থ্রিইঞ্চ গোলার আঘাতে আমার নামে নাম একজন সহযোদ্ধা শহিদ হলো। সোনাতলা টিগার্ডেনের ভেতর সেকেন্ড লে. এমদাদুলের নেতৃত্বে যুদ্ধ করি। সেখানে এমদাদ সাব ও আরও দুইজন শহিদ হন। ভারতের কদমতলায় এভাবে ১২/১৩ জন শহিদকে কবর দেয়া হয়। নভেম্বরের শেষের দিকে আমরা আবার বাংলাদেশ ঢুকে ডিফেন্স করি। সিলেট কমলগঞ্জে একটা বাগানের ভিতর অবস্থান নেই। কোম্পানি কমান্ডার কেজি মোস্তফা। তার নিচে নাজিমউদ্দিন। তুমুল যুদ্ধ। পাকবাহিনী বিমানে হামলা করে। আমরা এগিয়ে যাই তবু। ভানুগাছা মেইন রোড ও রেললাইন আমরা ব্লক করে দেই। শমসেরনগরে ওদের অবরুদ্ধ করি। আলীয়ানগরে তিনজন শহিদ হন। ওরা পিছিয়ে যাওয়ার সময় মনু নদী ব্রিজ ভেঙে দেই। ডিসেম্বরের শুরুতে মিত্রবাহিনী আক্রমণ করে। পাকবাহিনীর বাংকার থেকে আমরা অসংখ্য নির্যাতিত নারীদের উদ্ধার করলাম। এরপর ১৬ ডিসেম্বর সিলেটে আসি।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

করোনা মহামারি পেরিয়ে

৩-এর পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। করোনা মহামারির প্রবল বিস্তার সত্ত্বেও অন্তত তিনটি ছবি নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে, এবং বিগত দু'বছর অনলাইনে আয়োজিত এই উৎসব এবং উৎসবের বাইরেও জাদুঘর মিলনায়তনে প্রদর্শিত হয়েছে। এ বছরের উৎসব চলাকালে আয়োজিত কর্মশালায় আরো দুজন নির্মাতা জাদুঘর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সেরা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহযোগিতার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন।

ছবি নির্বাচন কমিটি : তারুণ্যে আস্থা

জাদুঘরের বিভিন্ন কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হলো, তরুণদের জাদুঘরের কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা। প্রামাণ্যচিত্র উৎসবও তার ব্যতিক্রম নয়। উৎসবের নিয়মিত কর্মী, আয়োজন সহযোগী বা স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি উৎসবের জন্য ছবি নির্বাচনেও তাই তরুণদের প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা ছিল শুরু থেকে। ফলে দেশের তরুণ আর উঠতি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়েই গঠিত হয় ফিল্ম সিলেকশন কমিটি। এই সিলেকশন কমিটির সদস্যরা আড়ালে থেকে কাজ করলেও করোনা মহামারিকালে কখনো ভার্চুয়ালি আবার কখনো সরাসরি তাদের সাথে ছবি নির্বাচন, ছবি বাছাই প্রক্রিয়া নিয়ে আলাপ করতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গেল দুবছর না হলেও এ বছর উৎসব উপলক্ষ্যে যে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়, তাতে ১০ম লিবারেশন ডকফেস্টের ছবি নির্বাচন কমিটির সদস্যদের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে।

ইয়ুথ জুরি : ভবিষৎ প্রজন্মের সমালোচক আর উৎসব ব্যবস্থাপক তৈরির পদক্ষেপ :

তরুণদের চলচ্চিত্রমনস্ক করার কাজে দেশের এই একমাত্র প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগে অধ্যয়নরত বা চলচ্চিত্র সংসদ কার্যক্রমে জড়িত তরুণদের নিয়ে ২০২০ সাল থেকে এই ইয়ুথ জুরি বিভাগটি চালু করা হয়। তরুণ বা সাধারণ চলচ্চিত্র দর্শকদের উৎসবে বিচারক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়াটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চলচিত্র উৎসবে প্রচলিত থাকলেও বাংলাদেশে লিবারেশন ডকফেস্টই সেরা ছবি নির্বাচনের ভিন্নতর এই বিভাগটি প্রথমবারের মতো চালু করে। উৎসব প্রোগ্রামার সহকর্মী শরীফুল ইসলাম শাওনকে নতুন এই ভাবনার জন্য কৃতিত্ব দিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎসব শুরুর

আগেই ১০ থেকে ১৫ জন তরুণকে বিচারক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তাদের নিয়ে একটা আনুষ্ঠানিক ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম চলে। পরে এই তরুণদল উৎসব চলাকালীন পুরো সময় জুড়ে নির্বাচিত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রামাণ্যচিত্র দেখার সুযোগ পায়। দুটো ছবিকে সেরা ইয়ুথ জুরি পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করেন এই তরুণেরা। নতুন এই জুরি কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের মধ্য থেকেই যাতে ভবিষ্যতে ফিল্ম সিলেকশন কমিটিতে বা চলচ্চিত্র নির্মাণে বা চলচ্চিত্র সমালোচনায় আগ্রহীদের খুঁজে নেয়া যায়, সেই উদ্যোগের কথাও ভাবা হচ্ছে । এক সময় উৎসবের ব্যবস্থাপনাও হয়তো এই নতুন প্রজন্মের হাতেই ছেড়ে দেয়া হবে।২০১৯ সালে নতুন করে শুরুর পর চার বছর পেরিয়ে গেল, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে লিবারেশন ডকফেস্ট এখন এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতিবছর প্রায় ২০০০ ছবি নানা দেশ থেকে জমা পড়ছে। এই প্রামাণ্যচিত্র উৎসব নিয়মিত আয়োজনে আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তা হোল, দক্ষিন এশীয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও প্রামাণ্যচিত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা। ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকার প্রামাণ্যচিত্র উৎসব বা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং শীর্ষস্থানীয় নির্মাতারা এখন এই উৎসবে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী। আগামীতে উৎসবটি আবার প্রত্যক্ষভাবে আয়োজিত হলে এই দেশগুলোর নির্মাতা ও প্রামাণ্যচিত্র সংগঠনসমূহের সংযুক্তির প্রয়াস আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

মহামারি সংকটের পাশাপাশি সুযোগ সৃষ্টি করে, মহামারি চলাকালে দু'বছর অনলাইনে লিবারেশন ডকফেস্ট আয়োজন সে-শিক্ষাই আমাদের দিয়েছে। এ জন্য এই উৎসবের তরুণ কর্মীবাহিনীকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। মহামারির প্রবল সময়ে নিজের শারীরিক শঙ্কা উপেক্ষা করে সীমিত পরিসরে জাদুঘরে অবস্থান করে ষ্ট্রিমিং সাইটে ছবি আপলোড করা, অনলাইন উৎসব আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল প্রচারণার কাজটি তরুণেরাই করেছে। এই উৎসবের সাফল্য তাই তাদেরও সাফল্য। এই চলচ্চিত্র উৎসবকে নিজেদের করে নেয়ার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। সবশেষে একজনের কথা না বললেই নয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, পরামর্শ আর মনোযোগের কারণেই প্রামাণ্যচিত্র উৎসবটি এই পর্যায়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কেবল চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজক নয়, বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল চলচ্চিত্র সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে প্রামাণ্যচিত্র চর্চার একটা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে এখন।

তারেক আহমেদ

নতুন প্রজন্মের জল্লাদখানা পরিদর্শন ও শহীদ সন্তানের স্মৃতিচারণ

১৪ মে ২০২২, শনিবার, সকাল ১১টা। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছে মিরপুরস্থ নিউ ধানসিঁড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের চল্লিশ জন শিক্ষার্থী, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী ও শহীদের সন্তান। নতুন প্রজন্মকে জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে একাত্তরে জল্লাদখানাসহ সারা বংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বধ্যভূমির নির্মম গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। মানবাধিকার ও সম্প্রীতির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জল্লাদখানায় নিহত শহীদ পরিবারের সাথে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকারমূলক এই কর্মসূচি পালন করে আসছে ২০০৭ সাল থেকে। জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন শিক্ষার্থীদের মনে বিশেষ রেখাপাত ঘটায় এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কর্মসূচির শুরুতে জল্লাদখানার গণহত্যার ইতিহাস, খননকাজ, নির্মাণশৈলী, সংগৃহীত বিভিন্ন বধ্যভূমির মাটি সম্পর্কিত বর্ননা দেয়া হয়। তারপর সম্পূর্ণ বধ্যভূমিটি শিক্ষার্থীরা ঘুরে দেখে। দেখা শেষ হলে জল্লাদখানা প্রাঙ্গণে সবুজ ঘাসে আবৃত লনে বসে যায় শহীদ সন্তানের স্মৃতিচারণ শোনার জন্য। স্মৃতিচারণ করেন শহীদ আব্দুল হাকিম এর পুত্র আব্দুল হামিদ। স্মৃতিচারণে তিনি বলেন ‘ যুদ্ধের সময় আমার বয়স সাড়ে তিন মাস। মায়ের মুখ থেকে আমি যা যা শুনেছি আজ তাই তোমাদেরকে শোনাবো। ২৬ মার্চে মিরপুরে অবস্থান করার মত কোন অবস্থা ছিল না। আমার বাবা সবাইকে সাভারে কুন্ডা গ্রামে নিয়ে যায় আমার ফুপুর বাড়ি। মাঝে মাঝে মিরপুরে আসতেন বাড়িঘর দেখার জন্য। দিনটি ছিল ১১ এপ্রিল, শুক্রবার। আমার মা আমিরুন্নেসার বারণ সত্ত্বেও আমার বাবা আব্দুল হাকিম সকাল সাতটায় সাভারের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, বলেছিলেন বাড়িতে ফিরে জুম্মার নামাজ পড়বেন। সঙ্গে তাঁর ছোট ভাইকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। গাবতলী পর্যন্ত যাবার পর ঢাকার পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক দেখে আমার চাচা ভয়ে বাড়ি ফিরে গেলেও বাবা যান নি। এরপর বিকেল চারটার দিকে সেনপাড়া থেকে পরিচিত এক লোক আমাদেরকে খবর দেয় যে, সেনপাড়া বাস ডিপোর পেছনে সকাল ১১/১২ টার দিকে পাকসেনা ও বিহারিরা মিলে অনেকের সাথে আমার বাবাকেও কুপিয়ে হত্যা করেছে। এই খবর পেয়ে পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমার বাবার লাশের খোঁজ করা হলে স্থানীয় অনেকেই ধারণা করে বলেন যে, হয়তো পাকসেনা ও বিহারিরা আমার বাবার লাশ জল্লাদখানায় নিয়ে ফেলেছে। তাই এই জল্লাদখানায় এলে মনে হয় আমার বাবা এখানে আছেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শহীদের শেষ স্মৃতিটুকু সংরক্ষণ করার জন্য।”

এই কথাগুলো বলতে বলতে আব্দুল হামিদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্যে দিয়ে জল্লাদখানা পরিদর্শন ও স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। কর্মসূচি শেষে জল্লাদখানার মন্তব্যখাতায় এক শিক্ষার্থী মন্তব্য লেখে ‘আমরা নিউ ধানসিঁড়ি ইন্টারন্যশনাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ জল্লাদখানায় এসেছি। এখানে এসে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এখানে এসে জল্লাদখানার ইতিহাস জেনেছি। আর একজন শহীদ সন্তানের ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছি। আমারা সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানাই। আমি মুক্তা আক্তার মনিকা, দশম শ্রেণির ছাত্রী।

প্রমিলা বিশ্বাস, সুপারভাইজার,জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

বর্তমান বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং এটি সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। আর মানুষ হিসেবে আমাদের অন্য ব্যক্তিকে এইভাবে সম্মান করতে হবে, যেভাবে আমরা তাদের কাছে সম্মানিত হতে চাই। ড. প্যাট্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও এর রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে অন্তদৃষ্টিমূলক আলোচনা করেন। তিনি এ সময় ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্রমবিকাশের উপর আলোকপাত করেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে স্বাভাবিকভাবেই তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সে সময় অ্যাংলিকান চার্চ ছিল যুক্তরাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর শক্তির অন্যতম উৎস আর তাই স্বাভাবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র চার্চের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষপাতী হয়। বিংশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট পাবলিক স্কুলে ধর্মীয় আচার পালন এবং ধর্মশিক্ষার বিপক্ষে রায় দেয়। এই রায় যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্রবল বিতর্ক শুরু করলেও আজ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র তাদের এই ধারা ও প্রগতি বজায় রাখতে পেরেছে। একইসাথে ফ্রান্সেও বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বিকাশের হাত ধরে ধর্মনিরপেক্ষতা বিকাশ লাভ করেছে। ফ্রান্সের রাজনীতিতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ অযাচিত হস্তক্ষেপ করলে ফরাসি জনতা এর প্রতিবাদ করে এবং একসময় দাবি উঠে, রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করতে হবে। সে প্রেক্ষিতে ফরাসি সংসদে ধর্মনিরপেক্ষতার বিল পাশ হয়, যা শুধু ফ্রান্সেই নয়, ফ্রান্সের তৎকালীন উপনিবেশগুলোতেও চালু করা হয়। পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্যবোধ লঙ্ঘনের অপরাধে বেশ কয়েকজন বিশপ এমনকি একজন কার্ডিনালকে পর্যন্ত জরিমানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বর্তমানে ফ্রান্সে স্বাধীন মতপ্রকাশ ও ধর্মনিরপেক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। প্যাট্রিক পশ্চিমা বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এবং এশিয়া-আফ্রিকাতে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উপর মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সকল ধর্মালম্বী ও নাস্তিকদের সমঅধিকার। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে শুধু সকল ধর্মের সমান অধিকারের বিষয়টি বলা হয়। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত এবং একইসাথে সাংবিধানিকভাবে দেশটির রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাই বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশের একটি পর্যায় অতিক্রম করছে। ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে সামাজিক ইতিহাসের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক আছে। কোন দেশের জাতীয় ইতিহাসের অধ্যায়ন সে দেশে স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশেরপক্ষে ভূমিকা পালন করে। ফ্রান্সের জাতীয় ইতিহাসের আলোচনা সে দেশের প্রজন্মের মনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে। যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। প্যাট্রিক বলেন, আজ সকালেই আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি ঘুরে দেখেছি। আমি দেখেছি বাংলাদেশের একটি সংগ্রামপূর্ণ ইতিহাস ও জাতীয় ঐক্য রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি বিষয়ে যত বেশি আলোকপাত করা হবে, সংগ্রাম ও স্বাধীনতা চেতনার যত চর্চা করা হবে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে এগিয়ে যাবে। ফ্রান্স ও বাংলাদেশের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। ফরাসি ও বাঙালি উভয় জাতিই সংস্কৃতিসচেতন, তাদের ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত এবং তাদের আছে গর্ব করার মত জাতীয় ইতিহাস। তাই বাংলাদেশ ও ফ্রান্স একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অংশীদার।

বক্তৃতার শেষে শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. সেলিমের প্রশ্নের উত্তরে প্যাট্রিক জানান বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক উদারনীতির একটি ক্রমবিকাশের মধ্যে আছে। আর ধর্মনিরপেক্ষতা রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই এ বিকাশকে এগিয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। ড. প্যাট্রিকের বক্তৃতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে স্থান হিসেবে নির্বাচন করার জন্য তিনি প্যাট্রিক ও আলিয়স ফ্রঁসেজকে ধন্যবাদ জানান এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হুমায়রা ফেরদৌস রূপকার/ইরফান শেখ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে বিশেষ অতিথিবৃন্দ

ইউএস বাংলা বিজনেস কাউন্সিল

ইউএস বাংলা বিজনেস কাউন্সিলের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল গত ৯ মার্চ সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ও কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিনিধিদলটিকে জাদুঘর প্রাঙ্গণে স্বাগত জানান। তারা একাত্তরের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিখা চির অম্লানে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। ট্রাস্টি মফিদুল হক ইউএস বাংলা বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করান।

আইআইএমএম এর প্রধান নিকোলাস কুমিয়ান

মিয়ানমারের জন্য জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্ত সংস্থা (আইআইএমএম) এর প্রধান নিকোলাস কুমিয়ান ১০ মার্চ সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ট্রাস্টি মফিদুল হক ও কর্মকর্তাবৃন্দ তাকে জাদুঘর প্রাঙ্গনে স্বাগত জানান। গ্যালারি পরিদর্শন শেষে নিকোলাস কুমিয়ান, ট্রাস্টি ও সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস এর পরিচালক মফিদুল হক, গবেষক এবং স্বেচ্ছাকর্মীদের সাথে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনায় মিলিত হন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে বিশেষ অতিথিবৃন্দ

১৪ এপ্রিল ২০২২ জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং অ্যাডভাইজর ফর দ্যা প্রিভেনশন অব জেনোসাইড Ms Alic Wairimu Ndertu মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের কর্মীদের সাথে পরিচিত হন এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি জাতিসংঘ কর্তৃক গণহত্যা প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম বিষয় জানান এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক কার্যক্রমের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পন করল মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডার জগজিৎ সিং অরোরার কাছে। জগজিৎ সিং অরোরার নাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৯৯৮ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের এই সুহৃদ এসেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। ২৪ বছর পর তার পৌত্র রাভিন্দর সিং অরোরা, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর গ্লোবাল পলিসি এ্যাফেয়ার এন্ড কমিউনিটি রিলেসন্স, ইউএস বাংলা বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

শিক্ষাসফর ও প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

১৩ মে, ২০২২, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (UIU) একদল ছাত্র ঢাকার আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মোট ৬৯ জন শিক্ষার্থী যারা 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' কোর্সটি করছে, তারা অংশগ্রহণ করে এই সফরে। এই সফরের সমন্বয় করেন পরিবেশ ও উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শান্তনু কুমার সাহা এবং জেমিমা জাহান মীম। শুরুতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদর্শিত হয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র। এরপর জাদুঘরের গ্রন্থাগার ও গবেষণা ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম ছাত্রছাত্রীদের জাদুঘরের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষার্থীরা এরপর দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানতে গ্যালারি পরিদর্শন করে। কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। কুইজে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া দুই শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। এই শিক্ষা সফর শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি অনন্য মাধ্যম ছিল।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির ১৭২তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থী ৯ মে ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির ৫ জন অনুষদ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত-বিনিময় করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আগামী আয়োজন

International Museum Day 2022

The Power of Museums

Liberation War Museum in collaboration with Virtual Museum Bangladesh is going to observe the International Museum Day 2022 on 20 May 2022 with a day-long program highlighting the theme of this year's celebration. Focusing on the power of innovating on digitalization and accessibility LWM will present its recently developed virtual tour of the museum. Virtual Museum Bangladesh will present VR experience of various historical sites of Bangladesh developed by them. The VR experience will be open to the visitors from 10-00 am and a discussion on the theme will be held at 4-00 pm in the main auditorium.
You are cordially invited to join us in the celebration of International Museum Day 2022.

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official